

ধর্ম নিরপেক্ষতা কি ও কেন?

প্রকৃতির কোন বস্তু বা ফেনমেনাকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, চিহ্নিতকরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দুটি পদ্ধতি বিদ্যমান, যথাঃ- বস্তুনিষ্ঠভাবে (Objectively) অথবা আত্মনিষ্ঠভাবে (Subjectively) । বস্তু ও ফেনমেনাকে মূল্যায়ন করার জন্য বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্বিক-বস্তুবাদ বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিটি গ্রহন করে । আলোচ্য পদ্ধতিটি প্রয়োগে যুক্তির যে শর্তগুলি পূরণ করতে হয়, তার প্রথম দু'টির উল্লেখ পূর্বের লেখায় করা হয়েছে ।

যুক্তিবাদে বস্তুর গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যকে সাধারণত ধর্ম বলে বিবেচিত হয় । বস্তুরূপী মানুষেরও বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ অর্থ্যাৎ ধর্ম বিদ্যমান । তবে মানুষের বিশ্বাসকে ধর্ম বা রিলিজিয়ন হিসাবে সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হয় । বস্তু বা মানুষের আচরণ ও সমাজকে বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ না করার অর্থ হলো চিরন্তন-শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা । চিরন্তন শক্তির উপর আস্থা স্থাপনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি দিক বিদ্যমান । আলোচ্য এই আস্থা স্থাপনকারীরাই হলো আত্মনিষ্ঠবাদি এবং আস্তিক-নাস্তিক বিষয় অবতরণাকারী ।

কমিউনিস্টরা আস্তিক বা নাস্তিক নয়, তারা বস্তুবাদি । তবে সকল বস্তুবাদিরাই আবার কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নয় । যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রায় ৯০% শিক্ষক বস্তুবাদি । তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টিও আইনসিদ্ধ । তাই অভিবাসন ফর্মে স্বাক্ষর দিয়ে বস্তুবাদি কোন গ্রীন কার্ড হোল্ডার বেআইনী কোন কাজ করেনি । একজন ব্যক্তি আইনসিদ্ধ ভাবে কোথায় বসবাস করবেন এবং কোথায় বস্তুবাদ প্রচার করবেন সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । যে কোন দেশের শ্রমজীবী মানুষ কর্পোরেট পুঁজির দালালিকে ঘৃণা করে ।

অন্তরীণ মতানৈক্য (Internal Contradiction) হলো প্রকৃতির সকল বস্তু ও ফেনমেনার স্বাভাবিক (Inherent) গুণ, ফলে বস্তু ও ফেনমেনার মধ্যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক যেমন আছে, তেমনি তাদের একটা অতীত এবং একটা ভবিষ্যৎ আছে, কারো ধ্বংস বা মৃত্যু হচ্ছে, আবার কারো পরিপক্বতা হচ্ছে, বৈপরীতের এই ধ্বস্তাধ্বস্তি, পুরাতন ও নতুনের এই লড়াই, জন্ম ও মৃত্যুর এই সংগ্রাম এবং ধ্বংস ও বিকাশের বিরোধিতার মধ্যেই গঠিত হয় বস্তুর অভ্যন্তরস্থ অন্তরীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যা যুক্তিবাদের চতুর্থ শর্ত নামে খ্যাত । অভ্যন্তরীণ এই বিপরীতমুখী গুণাগুণের ফলশ্রুতিতে বস্তু ও ফেনমেনার পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তর ঘটে, যা যুক্তিবাদের তৃতীয় শর্ত । বৃত্তাকার অথবা পুনরাবৃত্তি পন্থায় আলোচ্য এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি ঘটে না । রূপান্তর প্রক্রিয়ার দিক হলো সস্মৃখ ও উর্ধ্বমুখী এবং পুরাতন গুণগত অবস্থা থেকে নতুন গুণগত অবস্থায় রূপান্তর, যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহজ থেকে জটিল এবং নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় রূপান্তরিত হয় ।

অ্যামিবা নামের ক্ষুদ্রতম ও সরল এককোষী প্রাণী বিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে জটিল কোষী বিভিন্ন প্রাণীসহ মানুষের উদ্ভব ঘটেছে । আলোচ্য এই রূপান্তরের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেনি, রূপান্তরের প্রতিটি পর্যায় ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে পরস্পর সংযুক্ত এবং নির্ভরশীল ।

যেহেতু প্রকৃতিতে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন ফেনমেনা নয় এবং সকল ফেনমেনাই পরস্পর সংযুক্ত ও নির্ভরশীল, সেহেতু এটা পরিষ্কার যে, সামাজিক সংশ্রয় System এবং ইতিহাসে সংগঠিত সকল সামাজিক আন্দোলনকে মূল্যায়ন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সমাজের উদ্ভাবিত সংশ্রয়ের গুণাবলীর স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে অথবা যে সকল সামাজিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজ সংযুক্ত তাকে বিবেচনায় নিয়ে, চিরন্তন কোন শক্তির আধার হিসাবে নয়।

তাই ধর্ম (Religion), গণতন্ত্র বা পুঁজিবাদ ও তার ক্রিয়া বা ক্রিয়ায় সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক সংশ্রয়, সামাজিক আন্দোলন ও তদীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রেক্ষাপটে। কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধুই বিষয়গুলি মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেন বিচ্ছিন্ন ভাবে। বেচে থাকার তাগিদে মানুষকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে, ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে সমাজে কাজ ও পেশার বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং নিজ প্রয়োজনে সমাজ বিবর্তন হয়ে পরিবার থেকে ট্রাইব বা গোষ্ঠি এবং গোষ্ঠি থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব বা রূপান্তর ঘটে। তাই রাষ্ট্রীয় সংশ্রয় হলো পরিবার, সমাজ ও পেশার নিয়ন্ত্রনকারী উপরি পরিকাঠামো।

বস্তু ও ফেনমেনার অন্তরীণ মতানৈক্যের স্বাভাবিক গুণের বিষয় আদি মানুষের কোন ধারণা না থাকার ফলে আলোচ্য এই পরিবর্তনের কারণ হিসাবে মানব মনে চিরন্তন শক্তির উদয় ঘটে, ফলে উক্ত শক্তির বিধি হিসাবে রিলিজিয়ন বা ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। আদি পরিবার ও সমাজ গঠনে ধর্ম বা রিলিজিয়ন নিয়মকের ভূমিকা পালন করেছিল, ফলে মানব সংস্কৃতি ও আদি রাষ্ট্রীয় সংশ্রয়ের সাথে ধর্ম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিসর বা রোমের দাস রাষ্ট্রীয় সংশ্রয় অমানবিক, বুদ্ধিহীনতা বা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু বিভাজিত আদিম সাম্প্রদায়িক সংশ্রয়ের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে ঐ সংশ্রয়টি ছিল তদকালীন সময়ের জন্য যথোপযুক্ত, স্বাভাবিক এবং অগ্রসর একটি ব্যবস্থা। ঐ সংশ্রয়ের অঙ্কুর থেকেই সামন্ত সংশ্রয়ের সৃষ্টি। সামন্ত ব্যবস্থার অঙ্কুর থেকে আবার পুঁজিবাদের সৃষ্টি। বর্তমানে পুঁজিবাদের জরায়ুতেই সমাজতন্ত্রের অঙ্কুর নিহিত। রাষ্ট্র নামের উপরি কাঠামোর আলোচ্য এই বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় পরিবার ও সমাজের জন্য অপয়োজনীয় বিষয়দি পরিত্যক্ত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সংযুক্ত হয়েছে।

সমাজ সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণকালীন সময় ধর্ম পরিত্যক্ত বিবেচিত হয়নি বিধায় পরিবার ও সমাজ থেকে ধর্ম খারিজ হয়নি, তবে রাষ্ট্রীয় সংশ্রয় থেকে ধর্মকে পৃথক করার ব্যাপারে সামাজিক ঐকমত্য হয়। ঐকমত্যের এই পৃথকীকরণের নাম হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা। কিন্তু বুশ-ব্ল্যেয়ারেরা (কর্পোরেট পুঁজির প্রতিনিধি) নিজ শ্রেণী ও অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থের তাগিদে রাষ্ট্রনীতিতে বার বার ধর্ম ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলছে।

প্রতিটি ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তেমনি বুশ-ব্ল্যেয়ারদের ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রতিক্রিয়া হিসাবে কর্পোরেট পুঁজি বিরোধী আন্দোলন চলছে। উক্ত আন্দোলনের রসদ হলো সংশ্লিষ্ট সমাজের মূল্যবোধ ও সামাজিক সংশ্রয়। বিপরীতমুখী আলোচ্য এই শক্তির সংঘর্ষে পদার্থবিদ্যার প্যারালেলগ্রাম অফ ফোর্স এর বিধান মোতাবেক তৃতীয় শক্তির উদ্ভাবন অনিবার্য। তাই বস্তুবাদের উপর যাদের সামান্যতম জ্ঞান বিদ্যমান, তারা স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছেন কর্পোরেট পুঁজির কফিনের শেষ পেরেকটি মধ্যপ্রাচ্য ঠোকতে যাচ্ছে ।

পাঠকদের মধ্যে যারা দেড়শত বছর পূর্বে লিখিত মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ভাল ভাবে পড়েছেন, তারা সাধারণ পুঁজির কর্পোরেট পুঁজিতে রূপায়ান এবং ফলশ্রুতিতে বিশ্বায়নের দিকে ধাবিত হয়ে নিজ কবর নিজে খোঁড়ার মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বানীর বিষয় অবগত আছেন । কর্পোরেট পুঁজি সংক্রান্ত মার্কসের ভবিষ্যদ্বানীর শেষাংশ কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা বর্তমানে বাস্তবায়নধীন । সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উক্ত পুস্তকে তিনি কিছু সুপারিশ করেছিলেন, যার বেশ কয়েকটি মার্কিন শাসকেরা বাস্তবায়ন করেছেন, যথাঃ- সকল আয়ের উপর ট্যাক্স, সোশ্যাল সিকিউরিটি, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি । তাই দেখা যাচ্ছে মার্কিনীরাই মার্কসের সব চেয়ে বড় সমর্থক । ইতিহাস ও অর্থনীতি পর্যালোচনা করে মার্কস চীন ও ভারতের উত্থানের কথা উক্ত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন ।

মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক আফগানিস্তানে তালেবান সৃষ্টি এবং বোমা মেরে তালেবান উচ্ছেদ ও দেশটি দখল করে কারজাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে । প্রচারের মাধ্যমে সাদ্দামকে দানবে পরিণত করে, তারপর বোমা মেরে কয়েক হাজার মানুষ হত্যা করে ইরাক দখল করে নিয়ে চেলাবিদের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মহরা ও মানুষ হত্যার হলি খেলা চলছে । দেখা যাচ্ছে মার্কিনীরা গণতন্ত্রের দোকান খুলে বিভিন্ন দেশে এখন গণতন্ত্র রপ্তানী করে চলছে । তাই দেখে ইন্টারনেটের আমাদের কিছু বন্ধু মার্কিন গণতন্ত্রের জিকির করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছেন । গণতন্ত্র যে রপ্তানীযোগ্য পণ্য নয়, সেই বোধটুকু উক্ত ভদ্রলোকদের নাই । পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে গণতন্ত্র সংশ্লিষ্ট দেশ ও সমাজের সামাজিক সংশ্রয়, আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর নির্ভরশীল । বহিরাক্রমণ করে সংশ্লিষ্ট দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না । মার্কিনীরা ইরাকের মরুভূমির চোরা বালিতে আটকা পড়ে মার্কসের ভবিষ্যদ্বানীর যথার্থতাই প্রমাণ করে চলছে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন আমরা দেখেছি । আজ আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতন দেখার অপেক্ষায় । একাবিংশ হলো চীনের মিশ্র অর্থনীতি ও ভারতে পুঁজির নুতন রূপ দেখার শতাব্দি । লোক সংখ্যার দিক দিয়ে চীন ও ভারত সমান । তবে ভারতের দু'বছর পর চীন স্বাধীনতা পেয়েছে । বিগত ৫৯ বছরে ভারত ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০ কোটি লোকের একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে । ভারতের ৭০ কোটি লোক এখনো দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং আলোচ্য দুই শ্রেণীর মাঝামাঝিতে অবস্থান করে ৩০ কোটি লোক । পঞ্চাশের চীন বিগত ৫৭ বছরে ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন ৬০ কোটি লোকের এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে, ৩০ কোটি লোক দারিদ্র সীমার নীচে এবং ৪০ কোটি লোক মধ্যবিত্তের পরিসীমায় অবস্থান করছে । চীনে পন্য উৎপাদন ব্যয় ভারতের চেয়ে অনেক কম । তাই ভারতের পন্যের চেয়ে চীনা পন্য অনেক সস্তা । চীন মাতৃভাষায় লেখাপড়া করে, ভারতের চেয়ে কম সময় অধিক উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছে । চীনের এই দ্রুততর উন্নতির মূল কারণ মিশ্র অর্থনীতি ।

অর্থ ও প্রচার নির্ভর এবং ব্যয় বহুল মার্কিন নির্বাচনকে অনেক বন্ধু গণতন্ত্রের মাপকাঠি মনে করেন । ব্যয় বহুল মার্কিন নির্বাচন হলো যথাক্রমে অর্থ ও শ্রমজীবী মানুষকে বোকা বানানোর গণতন্ত্র । অর্থাভাবে মার্কিন শ্রমজীবী মানুষ তার নিজ শ্রেণীর কোন প্রার্থী দাড়া করতে পারে না । রিপাবলিকান ও ডেমক্রেটিক উভয় দলই মার্কিন কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণ করে । মার্কিন

আলোচ্য এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র চীনে অনুপস্থিত । তাই চীনে গণতন্ত্র নাই বলে অনেকে বন্ধু চিল্লাচ্ছেন । বর্তমান চীন এক বিপ্লবের উত্তরাধিকারী । সেখানে যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকতো তবে বহু পূর্বেই আর একটা বিপ্লব ঘটে যেত । যে সব দেশে মত প্রকাশের আউট লেট বন্ধ সে সব দেশের মানুষ নিজস্ব সামাজিক সংশ্রয়ের প্রেক্ষাপটে আন্দোলন করছে । কিন্তু চীনে সে রকম কোন আন্দোলন নাই । তাই সেখানে তাদের উপজোগী গণতন্ত্র বিদ্যমান ।

আর একটি বিষয়ের অবতারণা করে আজকের লেখা শেষ করছি । ভারত একটা বিশাল দেশ । সেখানে বহু ভদ্র, জ্ঞানী ও গুণী লোক আছেন । এই ধরনের লোক বাদ দিয়ে জনাব কুদ্দুস খান ও শ্রী অভিজিৎ রায় ভারত থেকে আমদানী করলেন দুইটা কুত্তা, যারা সারাশ্রুণ ঘেউ ঘেউ করে পাঠকদের ধর্য্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে । অনুগ্রহ করে আপনারা স্ব স্ব কুত্তা সামলান ।

সেতারা হাশেম

০৩/২৪/০৬